অস্ট্রেলিয়ার কবিতা

ভাষান্তর : সুমন তুরহান

১॥

গ্রীষ্মশেষের গান

ট্রিস ও' হেয়ার

আমরা তখন সদ্যশেষের গ্রীষ্ম ঋতু
ক্যালেন্ডারের পৃষ্ঠা ওড়ে সামনে পিছে,
তারিখগুলোর চোখের পাশে বৃত্ত ভীতু
আমিও জানি সময় এখন কাকড়া বিছে।

কোমর থেকে টাওয়েলগুলো খুলেই ফেলি
সরাইখানার দরজা দেখি হাওয়ায় নড়ে,
আমরা তখন গল্পশেষের গল্প খেলি
তুমিও দেখি নাচতে থাকো রৌদ্রঝড়ে।

কেউ কি তখন ফেললো খুলে রোদের টুপি
ত্বকটি তোমার হয়নি মলিন সূর্যস্নানে,
ঘরের ভেতর ধুলোয় মোড়া আলোর কুপি
বাইরে তখন নীরব ছায়ার অবাক মানে।

ডাকপিয়ন আর কুকুর খেলে কানামাছি
রাত্রি গভীর, একলা তো নও, আমিও আছি।

['So, Have we finished with the summer now?' by Tric O' Heare first appeared in 'Blue Dog', Vol 3.6]

২॥

আমার প্রতিচ্ছবি

এডাম এইটকেন

এমনকি আমার রূপসী বউকে দেখলেও
তোমার কথা মনে পড়ে

তুমি-আমি বুড়িয়ে যাচ্ছি
একই গতিতে

আমারা দু’জনেই নিঃশেষ করি
ঠিক অর্ধেক

বোতল মদ
তারপর আমাদের সচেতনতার মাত্রা

যেনো প্রকৃত জ্যোতির্বিদ্যা

আমরা দু’জনে টিভিতে দেখি
একই ভাঁড়ামো আর হাসি একইসাথে

একসময় তুমিই চিহ্নিত করতে খুনিকে
এখন আমি করি

আমরা এখন একসাথে কাঁদি
অথচ একসময়

কাঁদতো শুধু একজন
অপরজন বসে থাকতো পাথরেরে মতো

এখন আমাদের দাঁত
ঠিক একইসাথে কাজ করে

আমরা চুমু খাই আগের চেয়ে ঘনঘন
দীর্ঘতর

অবসরে
আমরা জানি ঠিক

কি দেখতে চাই
আসলে প্রেম

এক স্বতস্ফুর্ত প্রকাশ
আমি নিজের দিকে তাকাই

আমি তোমাকে দেখি।

['To my double' by Adam Aitken first appeared in 'Jacket', April 2005]

৩॥

শীতের সূর্য
এইডেন কোলম্যান

শোবার ঘরে ড্রয়ার ভর্তি
সকালের সূর্য;
বেসিনে বিচ্ছুরিত আলো

উজ্জ্বল, উলটানো জলবায়ুঃ
সূর্য পরিশোধ করছে তোমার বকেয়া বিল
আর লিখছে তোমার অসম্পূর্ণ প্রবন্ধ

সূর্যকে কাছে পেতে প্রয়োজন নেই
কোনো বড়ো উঠোনের ঃ লেবুগাছ
পাশে ডেকচেয়ার
তার পকেটগুলো ফুলে ফুলে উঠছে।

['Sun in Winter' by Aidan Coleman first appeared in 'Avenues and Runways' , Brandi & Schlesinger, 2005.]

৪ ॥

আমার যদি একটি কাঠের স্কেল থাকতো
শেলি ও’ রেইলি

তোমাকে ফোন করার আগে আমি ঠোঁটে লিপস্টিক ছোঁয়াই
তোমাকে ভালোবাসি বলে

আমি মেঝেতে হাঁটি
ঘন্টার পর ঘন্টা
শুধু ভাবি
তোমার চুলের বাহার
অন্য কিছু নয়

আমি চুল আঁচড়াই
দশ হাজার এবং
একবার

আমি পান করি ওয়াইন
আমার নেশা নেশা লাগে
তবে সেটা ওয়াইনের জন্য নয়

আড়ষ্ট আমি কেঁপে কেঁপে উঠি
অন্য কিছু ভাবি না
অন্য কাউকে না
দিনের পর দিন

আমি তোমার চিবুকের হাড়গুলোর কথা ভাবি
-ওগুলো আমাকে চিরে ফেলে
আমি তোমার চোখ দু’টোর কথা ভাবি
-ওগুলো আমাকে পুড়িয়ে ফেলে
আমি তোমার ঠোঁট দু’টোর কথা ভাবি
বুঝতে চাই তাদের ভাষা

আমি ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাই
আর চুল আঁচড়াই

আমার যদি একটি কাঠের স্কেল থাকতো
আমি খোদাই করে লিখতাম তোমার নাম।

['If I had a wooden ruler' by Shelley O' Reilly first appeared in 'The best Australian Poems 2005', Black Inc. 2005]

৫ ॥

অনুতপ্ত
অ্যান্ড্রু বার্ক

কবিতা লিখেছিলাম যে কিশোরীকে, তা ছিলো নিজেকেই লেখা-
আত্মঅহংকার- এতোকাল পরে এভাবেই দেখি এখন; মুখোশের উৎসবে
দিয়েছিলাম চমৎকার পোজ, আত্মবিশ্বাসী আত্মবিশ্বাসী

চিত্রকল্পটি মেপে দেখা যাক, দিনের মার্বেল যখন
চিরে ফেলে সূর্যছায়া, আমি মেয়েটিকে শোনালাম
তার জিন্সপরিহিত নিতম্বের প্রশংসাস্তুতি

ঠিক যেমন বালক অকস্মাৎ কোনো প্রশ্ন ছুঁড়ে চমকিত করে মা'কে
তেমনই অসভ্য, তবে অমার্জিত নয়, ছিলো তার
নিটোল স্তনের ভাঁজ- কোনোক্রমে রাস্তায়

ছুটে আসি বুক ভার করে, লাল সাইকেলে
টুংটাং ডাক দিই তারে, অনিবার্য আমি
ফিরে তাকাই

আঙুলে আমার টুংটাং শব্দে চেয়ে দেখি
কৈশোরের প্রতীকী রূপ, আর আমি
মুখোশ খুলে ফেলে ছেঁড়া পাতায়
লিখি চারস্তবক, সে কি

দেখা দেবে এখন আমায়? আত্মঅহংকারী আমি
ঝলসে গেছি বহুবর্ষের আলোয়। দেখি বালক আমি
তারই দরোজায় ঝুঁকে আছি লাল সাইকেলে।

['Apologia' by Andrew Burke first appeared in 'Famous Reporter', December 2004.]

৬॥

ইকারুস

জাভান্ট বেরুজিয়া

জেনেছি কীভাবে ওভারডোজ উন্মাদেরা মৃত্যুমুখে লাফ দেয় উঁচু স্থান থেকে, এই বিশ্বাসে যে তারা উড়তে পারবে। গ্রিনোবল দূর্গের ওপর থেকে, খাড়া পাহাড়ের পিঠের দিকে তাকিয়ে কল্পনা করলাম; কতোই না চমৎকার হতো বিশুদ্ধ শূণ্যে এক তাপবাহিত ডিগবাজি দিয়ে, শহরের টেরাকোটা ছাদের ওপর পড়ে, পার হয়ে সেম্বারই, হানিবলের এ্যালিফেন্ট ফাউন্টেন, পার হয়ে মেগিবি- যেখানে বার্জ শাগাল আর গ্লেন্ডা জ্যাকসন দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছিলো পরস্পরের গাড়ি লস্ট এন্ড ফাউন্ড-এ; অথবা বহুদুরের মন্ট ব্ল্যাঙ্ক-এ।

মানুষপাখিদের বিচরণ ছিলো এককালে, একেবারে মন্ট সেইন্ট আয়েনার্ডের শিখরে, যেখানে পড়ে আছে প্রাচীনতম দূর্গের অবশেষ। দেড় কিলোমিটার আকাশমুখি- তাদের প্রতিপক্ষ ছিলো কারা? তারা কি নিজেকে ভাবতো কোনো পৌরাণিক ঈগলের জন্মান্তরিত রূপ? দূর্গে পৌছুতে আমাকে নিতে হলো টেলিফেরিক; একপ্রকার চেয়ার-লিফট। চেয়ারটি ছিলো এক কাচসদৃশ প্লাস্টিকের বুদবুদের ভেতর। যখন আরোহন করলাম ইশারের ওপর, পুরোনো শহরটির ওপর, মনে হলো জীবনব্যাপী বন্দী আছি এই বুদবুদের ভেতর। শেকড়হীন, চলমান পৃথিবীতে অজ্ঞ আমি ভ্রমণ করি যেখানে, তার খুব কমই আমি জানি- যেনো নগরীর চিরন্তন আগন্তুক! আমি জানি আমার মৌলিক চাওয়াঃ মাথার ওপর ছাদ, খাবার, কখনো কখনো এক বোতল চমৎকার ওয়াইন আর প্রিয় মানবের উষ্ণতা...

বুদবুদ কি তাহলে নকল স্বর্গ? একটি ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতি, স্বার্থপর, দায়িত্বহীন যার ভেতরে বসে আমি ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াতে পারি এই বিশ্ব? জানি এটিও একটি ভঙ্গুর দশা, ঝুলন্ত কেবল যদি ছিঁড়ে পড়ে যায়...

[' Icarus' by Javant Biarujia appeared in 'Heat' 2005]

৭॥

হাঙর

জুডি বেভেরিজ

আমরা তখন শুনতে পেলাম ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ
যখন চাকা আর কেবল দিয়ে তারা টেনে আনলো সেটিকে
আর মসৃণভাবে ঝুলিয়ে রাখলো ছাদের খোলের সাথে

গ্রিন্যান ঠেসে ধরে খুলে ফেললো চোয়ালখানা
খুলি থেকে ঝুলে থাকলো উপরের চোয়াল
আমরা পিছিয়ে গেলাম পুঁতিগন্ধময় চোয়াল দেখে

ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়লো ফিশহাউসের মেঝেতে
আর ডেভি ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে দেখলো
গ্রিন্যান নিয়ে এলো একটি কাটা গাছের গোড়া

মাংসল প্রত্যঙ্গ
বর্ণহীন চামড়া ছিলে ফেলা হলো
দেখে বিবমিষা হলো আমাদের

অথচ গ্রিন্যান, ঠান্ডা মাথায়, নিপুনভাবে কাটতে লাগলো
মাংসের দলা, ফালা ফালা করে
আর ডেভি খুলতে লাগলো ব্লাডার

আর পাকস্থলি, প্রবল দূর্গন্ধে ভরে উঠলো চারপাশ
গাংচিলেরা চক্কর দিলো পিশাচের মতো
আর উপহাস করলো তাদের নিজস্ব ভাষায়

আমাদের হৃদয় আজো জ্বালা করে
যখন ভাবি, কীভাবে গ্রিন্যান
টেনে বের করেছিলো শিশুটির দেহাবশেষ।

['The Shark' by Judith Beveridge appeared in 'Heat' 2005]

৮ ॥

একটি স্কিজোয়েড কবিতা

ব্রুস বিভার

অনেক কিছুই বলার ছিলো, যা অদ্ভুত-
তেমন কিছুই বলার নেই, যা অদ্ভুত।
স্কিজোয়েড মন নিয়ে আমি আশির্বাদপুষ্ট বা অভিশপ্ত
দেখি সবকিছু বিকল্প চোখে,ট্র্যাজিক কিংবা হাস্যকর
জীবনের সমস্ত কিছু প্রভাবিত এর দ্বারা।
যদি কোনো বন্ধু বা প্রিয় কেউ মারা যায়
                    আমার কাছে তা একট্র্যাজিক বিয়োগব্যথা
অথবা একটি হাস্যকর প্রমাদ, যার মাধ্যমে
                    তারা মুক্তি পেয়েছে আমার থেকে।
বজ্রপাতের বিকট শব্দ হটাৎ মনে হয় একটি ভয়াবহ বাজে কৌতুক
দাঁতের খটমট শব্দ ছাড়া তেমন কোনো প্রভাব পড়েনা।
যখন তরুণ ছিলাম। তখন অবশ্য এতে আমার
                    যৌন অভিযান ব্যাহত হতো-
কারো নগ্ন পিঠের তিল মনে হতো মেলানোমা;
কোনো কোনো শীৎকার শোনাতো অসম্ভব হাস্যকর
অথচ, এখন যখন আমি ভীষণ বুড়ো, এই দ্বিমুখী মন
                    আমাকে পীড়ন করে আজো।
মারমালেড আর মধুর মাঝে যেকোনো একটি বেছে নিতে বললে
মনের একাংশের কাছে কমলাগুলো মনে হতো ছোটো ছোটো সূর্য দেবতা
নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে মনোরমভাবে উৎসর্গকৃত
অন্য অংশের কাছে তা কেবল টোস্টের হাস্যকর সঙ্গী।
অথবা, মধুকে মনে হয় অসংখ্য মৌচাকের ক্ষমাহীণ ধর্ষণ
অথচ মনের অন্য অংশের কাছে-
তা শুধুই হাস্যকর
অসংখ্য এককেন্দ্রিক আর মূলত যৌনচেতনাবিহীন পতঙ্গের
নির্বিকার চষে বেড়ানো।

['A Schizoid Poem' by Bruce Beaver appeared in 'Southerly' 2005]